মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট

বাড়ী নং-০৩, রোড নং ঃ ই/১, ব্লক ঃ সি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।

ডি ও নং ঃ সিশিবো/বিদ্যা/বিবিধ/২০০৯/০১

তারিখ ঃ ১৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ
৩০/০৮/১৪১৬ বাং

মোঃ আব্দুল মান্নান খান
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।
ফোন-০৮২১-৭২৩৭৬১

প্রিয় সহকর্মী,

খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল। আশা করি ভাল আছেন। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতার মহান ব্রতে আমরা নিয়োজিত আছি। আমাদের অনবদ্য ও আন্তরিক ভূমিকাই শিক্ষাকার্যক্রমকে সফল করে তুলতে পারে। আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার কারণে ২০০৯ সালের এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলে সিলেট শিক্ষা বোর্ড সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। শুধু ফলাফলের ক্ষেত্রেই নয়, আপনাদের সহযোগিতায় সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি এবং আরো অনেক কিছু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষক সমাজকে আরো বেশি তৎপর ও সচেষ্ট হওয়ার সাদর আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১. পাঠদান কার্যক্রমকে সফল করার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডারের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনি যদি এখনও একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন না করে থাকেন, তাহলে তা প্রণয়ন করে ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে একটি কপি বোর্ডে পাঠিয়ে দিন। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিটি কার্য যথা সময়ে সম্পাদনে সচেষ্ট হোন।

২. সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ২০১০ সালের ২রা জানুয়ারী শনিবার থেকে ক্লাশ শুরুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৩. নিয়মিত ক্লাশ টেষ্ট, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, টিউটোরিয়াল ও মডেল টেষ্ট নেয়ার ব্যবস্থা নিন।

৪. আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক- কর্মচারীর পদ শূন্য থাকলে বিধি মোতাবেক অবিলম্বে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৫. প্রতিটি ক্লাশে দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করুন এবং তাদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্ন নিন।

৬. পাঠদান কার্যক্রমের সফলতার জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে ঘনিষ্ট সর্ম্পক স্থাপন করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্য সফলের জন্য নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশের ব্যবস্থা নিন।

৭. পরিদর্শন কালে দেখা যায় অনেক প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে শুরু হয় না এবং শিক্ষকদের কেউ কেউ বিলম্বে স্কুলে আসেন। অনেক শিক্ষক ছুটি মঞ্জুর ছাড়াই অনুপস্থিত থাকেন যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

৮. অনেক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি যথারীতি ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহারিক ক্লাশ থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থাকে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যাতে নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাশ নেন তা নিশ্চিত করুন।

৯. পাঠদানে শিক্ষকরা যাতে পাঠ-পরিকল্পনা ও যথাযথ শিক্ষাপোকরণ ব্যবহার করেন সে দিকে বিশেষ নজর দিন।

১০. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতির শর্তানুযায়ী নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম ৭৫% শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকুন ।

১১. প্রিয় সহকর্মী আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নত দেশ গুলোর সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে এবং ২০১০ সালের এস এস সি পরীক্ষা হতে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে কী কী সুফল আমরা পাব তার চিত্র ইতোমধ্যে নিশ্চয় আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। নব প্রবর্তিত এ পদ্ধতিকে সফল করতে হলে আমাদের আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বেশিরভাগ শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য 'সৃজনশীল প্রশ্ন' নিজেরা প্রণয়ন না করে বাজারে প্রচলিত গাইড বই থেকে তুলে দিচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীরা কোন গাইড বই কিনবে তার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার মূল উদ্দেশ্য শুরুতেই ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই যাতে প্রণয়ন করেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং এতদ্সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র (স্মারক নং- শিম/শাঃ১১/বিবিধ-৬(সেসিপ)/ ২০০৪(অংশ-১)/১১৪৮, তারিখঃ ২২/১১/২০০৯ খ্রিঃ) যথাযথ অনুসরণ করুন।

১২. যে সব প্রতিষ্ঠানে কৃষি শিক্ষা বিষয় চালু রয়েছে সে সব বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক ক্লাশে ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয় এলাকায় 'মিনি খামার' প্রতিষ্ঠা করুন। আপনার প্রতিষ্ঠানে পুকুর থাকলে তাতে মাছের চাষ করুন।

১৩. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য মডেল বা 'Light House' হিসেবে গণ্য। তাই প্রতিষ্ঠান ভবনসহ চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

১৪. নথিপত্রের সুষ্ঠু ব্যবহারে যত্নবান হোন। রেজিষ্টার খাতা সমূহ যেমন- ভর্তি বহি, স্থায়ী সম্পদ রেজিষ্টার, পরিদর্শন বহি, দাতা রেজিষ্টার, ছাড়পত্র রেজিষ্টার, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির রেজ্যুলেশন বহি ইত্যাদি উত্তমরূপে বাঁধাই করুন এবং নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করুন।

১৫.প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক হিসাব প্রতি মাসে অত্যন্ত একবার আভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষার বিধান থাকলেও অনেক বিদ্যালয়ই অডিট না করে সম্পূর্ণ বৎসরের আর্থিক হিসাব একসাথে অডিট করে থাকেন যা মোটেই সমীচীন নহে। প্রতি মাসে আর্থিক হিসাবসমূহের অডিট সম্পন্ন করতঃ ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসহ নিয়মিতভাবে বোর্ডে প্রেরণ করুন।

১৬.অনিয়মিত কোন শিক্ষার্থীর ছাড়পত্রের আবেদনে এবং সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোন বিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের আবেদনে সুপারিশ করবেন না।

১৭.চাহিদাপত্র ও Print Out এ তথ্য নাই এমন কোন শিক্ষার্থীকে রেজিষ্ট্রেশন করানোর জন্য আবেদন করবেন না এবং শিক্ষার্থীর আবেদনে সুপারিশ করে বোর্ডে প্রেরণ করবেন না।

১৮.লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে বোর্ডে প্রেরিত আবেদনপত্রে স্মারক নং ব্যবহার করা হয় না। তাই প্রেরিত আবেদনপত্রে অবশ্যই স্মারক নং ব্যবহার করবেন এবং যে সমস্ত আবেদনে বোর্ডের ফি বাবদ নির্ধারিত টাকার ব্যাংক ড্রাফ্ট/ পে-অর্ডার থাকে সে সমস্ত আবেদনে অবশ্যই ব্যাংক ড্রাফ্ট/ পে-অর্ডারের নম্বর উল্লেখ করুন।

১৯.যোগাযোগের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নম্বর / অফিসের মোবাইল নম্বর বোর্ডে জমা দিবেন।

২০.১০ ফেব্রুয়ারী-২০১০ এর মধ্যে আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা বোর্ডে প্রেরণ করুন।

২১.আপনার প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও কম্পিউটার আছে কি না তা ১০ ফেব্রুয়ারী-২০১০ এর মধ্যে জানাবেন।

২২.একবার এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যারা ১ থেকে ৪ বিষয় পর্যন্ত (৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ) অনুত্তীর্ণ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালন করুন এবং পাবলিক পরীক্ষার পূর্বে প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং -শিম/শাঃ১১/১৬-১০ (সংস্কার)/২০০৭/১৮৭৫, তারিখঃ ০৬/১০/২০০৮ খ্রিঃ অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

২৩.অত্র পত্রটি ম্যানেজিং কমিটিসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবহিত করার ব্যবস্থা নিন।

উপরোক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নপূর্বক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। পরিশেষে বিগত বছরগুলোর ন্যায় আগামী দিনে অনুষ্ঠিতব্য সকল পাবলিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

১৪/১২/০৯

(মোঃ আব্দুল মান্নান খান)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
সিলেট।

প্রাপক ঃ অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক

....

....

ডি ও নং ঃ সিশিবো/বিদ্যা/বিবিধ/২০০৯/০১ **তারিখ ঃ** ১৪/১২/২০০৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. যুগ্ম- সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

৪. জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ।
৫. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ..., ...।
৬. জেলা শিক্ষা অফিসার, সিলেট/ সুনামগঞ্জ/মৌলভীবাজার/ হবিগঞ্জ।